গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের ব্যাগ থেকে টাকা চুরি

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে দুই রোগীর টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার সময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১১৭ নাম্বার কক্ষের দরজায় এঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, হোগলবাড়িয়া গ্রামের মনিরুলের স্ত্রী শোভা খাতুন তার শিশু কন্যাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে ১১৭ নাম্বার কক্ষের সামনে ডাক্তার দেখানোর জন্য লাইনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করেন। এসময় তার ভেনেটি ব্যাগের চেইন খুলে ৬০০০ টাকা চুরি হয়ে যায়। একই সময় ফতাই পুর গ্রামের লাল্টু মিয়ার স্ত্রী জোসনা খাতুনও তার শিশু পুত্রের চিকিৎসা নিতে এসে উক্ত লাইনে অপেক্ষা করছিলেন। তার ব্যাগ থেকে ২৫০০ টাকা চুরি হয়ে যায়। তারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষকে জানালে সিসি টিভি ফুটেজের মাধ্যমে চুরির বিষয়টি জানা যায়। এতে দেখা যায় একজন নারী চোর টাকা চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে।

চিকিৎসা সেবা নিতে আসা অনেকেই জানান, শুধু আজকেই নয়, প্রতিনিয়তই রোগীদের টাকা চুরির ঘটনা ঘটছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রে মধ্যে পুলিশি তৎপরতার দাবী জানান ভুক্তভোগীরা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শুপ্রভা রানী জানান, রোগীদের টাকা চুরির বিষয়টি আমি শুনছি। একটি নারী চোর চক্র এগুলি ঘটাচ্ছে । আমি পুলিশি তৎপরতার জন্য কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোন রিসিভ করেননি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত

রোগীকে ভূঁয়া সনদ প্রদানের অভিযোগে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. এমকে রেজার বিরুদ্ধে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) ডাক্তার জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মারুফ, মেডিকেল অফিসার ডা. আদিলা আজহার।

গাংনী উপজেলা আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে এই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নিদের্শ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রানী বলেন, গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের জনৈক সুজন নামের এক ভূক্তভোগী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের কাছে ডাক্তার এমকে রেজার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দিলে সেটি তদন্তের জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিকট তদন্তের নির্দেশ দেন।

সে নির্দেশনা মোতাবেক আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) এ কমিটি গঠণ করে ৭ দিন সময় বেধে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অভিযোগকারী সুজনের স্ত্রী পারিবারিক কলহের জের ধরে গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে তার বিরুদ্ধে আদালতে যৌতুকের দাবীতে নারী নির্যাতনের একটি মামলা দায়ের করেন। অথচ, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার এমকে রেজা ওই নারীকে শারীরিক নির্যাতনের একটি মেডিকেল সনদ গত বছরের ২ জুন মাসে দেন। সেই সনদ মামলায় ব্যবহার করছে। এটিকে মিথ্যা ও ভূঁয়া সনদ বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী সুজন।

ভুক্তভোগী বলেন, ডাক্তার এমকে রেজা দীর্ঘদিন যাবৎ টাকার বিনিময় একই ধরণের সার্টিফিকেট প্রদান করে আসছেন।তার ইওসি এবং পিজিটি কোর্স করা আছে বললেও এখন পর্যন্ত সে কোনো সার্টিফিকেট কাউকে

গাংনীতে অচেতন অবস্থায় অজ্ঞাত ব্যাক্তি উদ্ধার

অজ্ঞান পার্টির খপ্পড়ে পড়ে ৪০ বছর বয়ষী এক অজ্ঞাত ব্যাক্তি এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সছে ভর্তি হয়েছেন।

শ্যামলী পরিবহনের সুপারভাইজার মেহেরপুর শহরের বোশ পাড়া এলাকার খোরশেদ আলী জানান, গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে ঢাকা বাইপাইল থেকে এফ-৩ ও এফ-৪ নং সীটে দুজন যাত্রী গাড়িতে উঠেন। একজন কুষ্টিয়া এবং অপরজন কুষ্টিয়ার পরে কোনো স্থানে নামার কথা ছিল। কিন্তু একজন নেমে গেলেও এই অজ্ঞাত ব্যাক্তি সিটেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমি গাংনীতে এসে লোকটিকে দেখতে পাই। পরে তাকে আমি গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সলের চিকিৎসক ডা. এম কে রেজা বলেন, তাকে অচেতন দ্রব্য খাওয়ানো হয়েছে সম্ভবত। তার চিকিৎসা চলছে।